3



শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-পদাবলী

(প্রথম স্তবক)

শ্রীসতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
বিরচিত

সুধাকণ্ঠ কীর্ত্তন-গায়ক শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রকৃষ্ণ বসুর দ্বারা
সুর-লয়ে গঠিত।

সুর সংযোগে এই পদাবলী শ্রবণানুরাগী ভক্তগণ পরপৃষ্ঠা লিখিত
"বরেন্দ্র-স্মৃতি-ভবনে" অনুসন্ধান করিলেই সবিশেষ
সংবাদ জানিতে পারিবেন।

মূল্য চারি আনা মাত্র।

শ্রীযুক্ত ধরেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষ
৩০নং শ্যামপুকুর ষ্ট্রীটস্থিত
"বরেন্দ্র-স্মৃতি-ভবনে"
প্রাপ্তব্য।



শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস,
প্রিণ্টার—সুরেশচন্দ্র মজুমদার,
৭১।১ নং মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
১২৪।২৩

অর্ঘ্য

"শ্রীশ্রীঠাকুরের" অমৃতময় জীবনের সংস্পর্শে আসিয়া
যে সকল অমৃতময় মহানুভব অমর নগরের যাত্রী
হইয়া বসিয়া আছেন, সেই সকল পুণ্যশ্লোক
মহাত্মাগণের পবিত্র করকমলে এই
"পবিত্র পদাবলী" স্বর্গীয়
অর্ঘ্যস্বরূপ অর্পিত
হইল।

ইতি—

শুভ বৈশাখ, সন ১৩৩০ সাল
বাগবাজার, কলিকাতা।

রচয়িতা।

নিবেদন

জন্মার্জ্জিত সুকৃতির ফলে যে সকল ভাগ্যবান্ ব্যক্তি, স্বর্গীয়া রাণী রাসমণির দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরের সেই ছদ্মবেশী পুরোহিত-ঠাকুরের মহান্ মহিমা হৃদয়ঙ্গম করিয়া, শ্রীরামকৃষ্ণ-নাম-সুধাপানে ধন্য হইয়াছেন, এই পবিত্র পদাবলী কেবল মাত্র তাঁহাদিগের আনন্দ-বর্দ্ধনের জন্যই প্রকাশিত হইল। অহং-অনুভূতির দ্বারা এই পদাবলী বিরচিত হয় নাই। সেই অমৃতময় জীবনের লীলা-মহিমা যখন যে ভাবে হৃদয়ে প্রতিফলিত হইয়াছে, তাহাই কেবল যন্ত্রের ন্যায় পরিচালিত হইয়া লিপিবদ্ধ করিয়াছি মাত্র। সেই জন্য ধারাবাহিকরূপে ঘটনার সামঞ্জস্য রক্ষা হয় নাই। যখন যে কোন অসাধারণ ঘটনার মধুময় ভাব হৃদয়ে উদ্বেলিত হইয়াছে, তাহাই ঠাকুরের ইচ্ছায় লিখিত হইয়াছে। সুর-সংযোগে এই পবিত্র পদাবলী শ্রবণ করিলে ভক্তের প্রাণ অপার আনন্দে নিমগ্ন হইবে, ইহাই একমাত্র ধারণা।

ঠাকুরের অন্তরঙ্গ ভক্ত শ্রীযুক্ত ধরেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষ মহাশয়ের আগ্রহ ও উৎসাহে এই পদাবলী গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইল, কৃতজ্ঞতার সহিত ইহা স্বীকার করিলাম। ২য় স্তবক, ঠাকুরের ইচ্ছায় সম্পূর্ণ হইলে শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে। ইতি শুভ বৈশাখ, ১৩৩০।

শ্রীরামকৃষ্ণ-পদাশ্রিত

শ্রীসতীশচন্দ্র

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-পদাবলী

(প্রথম খণ্ড)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-বন্দনা

(১ম পদ)

হে রামকৃষ্ণ ! দীন-শরণ !
অধম-তারণকারী ।
নির্ব্বিকার নিরক্ষর,
ব্রাহ্মণ-বেশধারী ।
(জয় বিপ্র-বেশধারী ॥)
ধর্ম্ম কর্ম্ম করি বিসর্জ্জন,
অজ্ঞান-আঁধারে ছিল যত জন,
তারিলে সবারে পতিত-পাবন,
জয় পাপ-তাপ-হারী ॥
দীন-হীন বেশ করিয়া ধারণ,
পুরোহিত রূপে পতিত-পাবন,
দ্বাদশ বৎসর কঠোর সাধন,
করিলে হে যোগাচারী ॥
শিখা'তে মানবে, সকলি ভুলিয়া,

কেবল কাঁদিলে "কোথা মা" বলিয়া,
মা তোমারে দেখা দিলেন আসিয়া,
তুমি হইলে কৃপা-ভিখারী ॥
(কেবল হইলে কৃপা-ভিখারী ॥)
সংসারের যাহা কঠিন বন্ধন,
অকাতরে সেই কামিনী-কাঞ্চন,
ত্যজিয়া ধরিলে মায়ের চরণ,
সর্ব্ব কামনা পাসরি' ॥
সমন্বয় করি সকল ধর্ম্ম,
বুঝা'লে সকলে নিগূঢ় মর্ম্ম,
সাধিলে জগতে মহান্ কর্ম্ম,
মা'র—মহিমা প্রচারি ॥
হেরিয়া তোমার যুগল-চরণ,
কত বদ্ধজীব পাইল চেতন,
তব "নাম-সুধা" করিয়া কীর্ত্তন,
কত হইল গেরুয়াধারী ॥
কত হইল হে ব্রহ্মচারী ॥
"কাঙ্গাল সতীশ" বুঝিয়াছে সার,
"রামকৃষ্ণ" বিনা গতি নাহি আর,
ভব-কর্ণধার তুমি সারাৎসার,
জয় ভব-ভয়হারী !!
জয় রামকৃষ্ণ-রূপধারী !

গীত*

বাঞ্ছা পূর্ণ হল আজি ধরাতে রামকৃষ্ণ এল।
তত্ত্বলাভের বিড়ম্বনা—দ্বৈত ভাবের বিবাদ গেল॥
রামকৃষ্ণ একাকার, এ নব ভাবে প্রচার,
এক অনন্ত সবার মূলাধার,—
যে যা বলে তাতেই মিলে একজনার খেলা সকল॥
যে কালী সেই বনমালী, হরি বলি ঈশাই বলি,
আল্লা ব'লে মোল্লা ভজায় কর্ত্তা ভজায় সেই কেবল।
স্বভাবে সহজে পাবে অভাবে হবে বিফল॥

(পিতা, মাতা ও বাসস্থান)

(কীর্ত্তন)

কামারপুকুর নাম, আছে এক ক্ষুদ্রগ্রাম,
হুগলী জেলা বাংলার ভিতরে।
সেই গ্রামে তেজীয়ান, ছিল দ্বিজ পুণ্যবান্,
সবে শ্রদ্ধা করিত তাঁহারে॥
নাম তাঁর খুদিরাম মুখে সদা রাম-নাম,
রঘুবীরে বড়ই ভকতি।
সদা রঘুবীরে ল'য়ে, পূজা পাঠে রত হ'য়ে,
নিষ্ঠাবান্ অতি শুদ্ধমতি॥

---

*শ্রীঠাকুরের বীরভক্ত স্বর্গীয় কালীপদ ঘোষ মহাশয়ের বিরচিত। খট্টমিশ্র—যৎ-তালে গীত হয়।

চন্দ্রা দেবী পত্নী তাঁর কি দিব তুলনা আর,
অতীব সরলা পুণ্যবতী।
মুক্তহস্ত অন্নদানে, আত্ম-পর নাহি মানে,
পরদুঃখে দুঃখী সদা সতী॥
কে কোথায় প্রতিবাসী, আছে কি না উপবাসী,
প্রতিদিন সংবাদ জানিয়া।
তবে আনন্দিত মনে, পতি পত্নী দুইজনে,
খায় অন্ন নিশ্চিন্ত হইয়া॥
অতিথি আসিলে ঘরে, আনন্দ সদা অন্তরে,
সেবা করে মিলি' দুই জনে।
বলে হেন ভাগ্যোদয়, বহু পুণ্যফলে হয়,
অতিথির সন্তোষ-সাধনে॥
দুই পুত্র এক কন্যা, লয়ে সতী বড় ধন্যা,
সদানন্দে সুখী সদা মন।
কোন চিন্তা নাহি করে, চিন্তা সদা রঘুবীরে,
ধ্যান জ্ঞান তাঁহার চরণ॥
সুখে দিন গত হয়, কোন চিন্তা নাহি রয়,
অকস্মাৎ সংবাদ আসিল।
শ্বশুর আলয়ে মেয়ে, প'ড়েছে পীড়িতা হ'য়ে,
পীড়া কিছু বিষম শুনিল॥
এইরূপ সবে বলে, উপদেবতার ছলে,
একমাত্র কন্যা কাত্যায়নী।
জ্ঞান-বুদ্ধিশূন্য হয়, তাহা শুনি পেয়ে ভয়,
খুদিরামে পাঠাইয়া দেন চন্দ্রামণি॥

কন্যার শ্বশুরালয়ে, খুদিরাম দেখে গিয়ে,
উপদেবতার ভয়ে অভিভূত হ'য়ে।
জ্ঞান বুদ্ধি কিছু নাই, কি যে বলে ভস্ম ছাই
না বুঝিয়া সবে মরে ভয়ে ॥
খুদিরাম গিয়া তথা, বলিল একটী কথা,
ছাড় শীঘ্র কন্যারে আমার।
যে হও সে হও তুমি, ভাল ভাবে বলি আমি,
নহে মন্দ হইবে তোমার ॥
আমার কথাটী নাও, যাও শীঘ্র চ'লে যাও,
নহে শক্তি দেখা'ব এমনি।
সেই ব্রহ্ম তেজময়, বাক্য শুনি ভূত কয়,
তোমার কথায় আমি যাইব এখনি।
নিশ্চয় চলিয়া যাব, আর নাহি হেথা র'ব
উদ্ধার করিও মোরে তুমি নিজগুণে।
গয়াধামে পিণ্ডদানে, উদ্ধারিলে এ অধমে
মুক্ত হব আমি এ জীবনে ॥

খুদিরামের গয়াধামে গমন ও স্বপ্ন দর্শন

(কীর্ত্তন)

খুদিরাম বলে তুমি জেন স্থির মনে।
কালই আমি যাব গয়া তব পিণ্ডদানে ॥
সত্যনিষ্ঠ, ন্যায়বান্, দরিদ্র ব্রাহ্মণ ॥
চলিলেন পদব্রজে না শুনি বারণ ॥

ধর্ম্মবলে বলীয়ান তেজময় দেহ।
একা চলি গেল গয়া সঙ্গে নাই কেহ॥
গদাধর-পাদপদ্মে পিণ্ড করি দান।
আনন্দে ভরিয়া গেল ব্রাহ্মণের প্রাণ॥
বলে—আমি ধন্য আজি হইনু জীবনে।
পারিলাম উদ্ধারিতে পতিত অধমে॥
তিনদিন গয়াধামে করিয়া বসতি।
হেরিল স্বপনে দ্বিজ অপূর্ব্ব মূরতি॥
চতুর্ভুজ, শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-ধারী।
বলে—আমি তোর গৃহে যাব শীঘ্র করি॥
খুদিরাম বলে আমি দরিদ্র ব্রাহ্মণ।
কেমনে তোমার সেবা করিব পালন॥
হরি বলে—সে ভাবনা করিও না তুমি।
যাইব তোমার ঘরে পুত্ররূপে আমি॥
আনন্দে মগন দ্বিজ ভাবে মনে মনে।
জানি না কি পুণ্যে পাব পুত্র নারায়ণে॥

গয়াধাম হইতে প্রত্যাগমন এবং চন্দ্রামণি দেবীর মুখে সবিশেষ সংবাদ শ্রবণে আনন্দ লাভ

(কীর্ত্তন)

গয়াধাম হ'তে দ্বিজ চলিয়া আসিল।
আনন্দ-সাগরে যেন ডুবিয়া রহিল॥
গৃহে আসি শুনিলেন অপূর্ব্ব ঘটনা।
চন্দ্রাদেবী মিথ্যা কভু কহিতে জানে না॥
পুণ্যবতী বলে—আমি মন্দিরে যাইয়া।
শিবমূর্ত্তি পানে ছিনু একান্তে চাহিয়া॥
হেরিলাম—মহাদেব-মূরতি হইতে।
স্নিগ্ধজ্যোতি মোর দিকে লাগিল আসিতে॥
ক্রমে সেই জ্যোতি আসি মম সন্নিধানে।
প্রবেশিল মোর দেহে হেন হয় মনে॥
সরল সতীর কথা শুনিয়া তখন।
বুঝিল সকল মর্ম্ম পবিত্র ব্রাহ্মণ॥
বলে—তুমি এই কথা বলিও না আর।
বলিলে জানিও হবে অনিষ্ট আমার॥
চন্দ্রা বলে—কেন তুমি ভাব অকারণ।
জানিও ইহাতে মন্দ হবে না কখন॥
সেই দিন হ'তে যেন কিসে কি হইল।
দিব্য কান্তি ব্রাহ্মণীর দেহেতে বাড়িল॥
গ্রামবাসী নরনারী যে যেখানে ছিল।
ব্রাহ্মণীর রূপ দেখি বিস্মিত হইল॥

রমণীরা বলে—একি হইল আবার।
এত কাল পরে হ'ল গর্ভের সঞ্চার॥
আশ্চর্য্য এ দৈব লীলা কে বুঝিতে পারে।
আসিতেছে কে আবার ব্রাহ্মণের ঘরে॥
এই রূপে পূর্ণ গর্ভ হইল যখন।
সংসারেব সর্ব্বাভাব লইল মোচন॥
খুদিরাম ভাবে মনে আনন্দিত হয়ে।
জানিনা কে আসিবেন আমার আলয়ে॥
এইরূপে দিন গিয়া দিন পূর্ণ হল।
এক দিন চন্দ্রামণি স্বামীরে বলিল॥
অনুভব হইতেছে আজি মোর মনে।
পুত্রমুখ আজি বুঝি দেখিব নয়নে॥
খুদিরাম বলে—আগে পূজি রঘুবীরে।
তা'র পর যেও তুমি সূতিকা-আগারে॥
রঘুবীরে ভোগ দাও আপনি রাঁধিয়া।
জানিও তা' হ'লে বিঘ্ন যাইবে কাটিয়া॥
চন্দ্রা বলে—তব আজ্ঞা নিশ্চয় পালিব।
স্বহস্তে রাঁধিয়া ভোগ রঘুবীরে দিব॥
স্নান করি সমাপন আনন্দিত মনে।
রাঁধিল ভোগের অন্ন অতি সযতনে॥
খুদিরাম রঘুবীরে করে নিবেদন।
অপূর্ব্ব ভোগের গন্ধে প্রফুল্লিত মন॥
মনে ভাবে—এ সুগন্ধ কভু নাহি পাই।
এমন সুন্দর ভোগ কভু দেখি নাই॥

নয়ন মুদিয়া দ্বিজ নিবেদন করে।
ভাবাবেশে গদগদ, চোখে বারি ঝরে॥
হেন কালে শঙ্খধ্বনি শুনিতে পাইল।
চন্দ্রামণি পুত্ররত্ন প্রসব করিল॥
বুধবার শুক্লপক্ষ দ্বিতীয়া বাসরে।
ফাল্গুনেতে আবির্ভূত কামারপুকুরে॥

জন্ম ও সূতিকাগার বর্ণনা

(কীর্ত্তন)

কামারপুকুরে কাঙ্গালের ঘরে,
কাঙ্গাল বেশ ধ'রে কে এলোরে!
তোরা দেখ্ দেখ্ দেখ্ নয়ন ভ'রে॥
সূতিকা-আগারে, দেখিয়া শিশুরে,
সবাই আনন্দে ভাসে।
যত পুরনারী, শঙ্খধ্বনি করি,
মনের উল্লাসে হাসে॥
বলে সব নারী, আহা মরি! মরি!
কি সুন্দর শিশু হেরি!
নয়ন ভরিয়া, শিশুরে দেখিয়া,
সাধ হয় পুনঃ হেরি॥
বহুদিন পরে, ব্রাহ্মণের ঘরে,
এসেছে সুন্দর ছেলে।

এ বুড়া বয়সে, এমন যে হবে,
(কেহ) ভাবি নাই কোন কালে ॥
ঐ দেখ শিশু, চাঁদের মতন,
হাসিছে মধুর হাসি।
উথলিয়া যেন, পড়িছে তাহার,
অনুপম রূপরাশি ॥
জানি না কেমনে, এমন ছেলে,
আসিল এমন ঘরে।
দীন "সতীশ" বলে— কাঙ্গালের ঠাকুর,
এসেছে কাঙ্গালের ঘরে ॥

ষষ্ঠীদেবীর পূজার দিবস ঠাকুরের সূতিকাগার হইতে বাহিরে আগমন বর্ণনা

(কীর্ত্তন)

একুশ দিনেতে ষষ্ঠীরে পূজিতে,
একুশ দিনেতে সূতিকা হইতে,
যখন বাহিরে এলো।
হেরিয়া শিশুর মধুর মুরতি
(সবাই) আনন্দে ভরিয়া গেলো ॥
(গ্রামে) যত নারী ছিল সকলে আসিল,
দেখিতে কাঙ্গালের ছেলে।
দেখিয়া নয়নে কাঙ্গালের ধনে,
(সবার) সাধ হয় নিতে কোলে ॥

(তখন) "ধনি কামাবিণী" আসিয়া আপনি,
আনন্দে গলিয়া বলে।
যত দিন মোর রহিবে জীবন,
(আমি) এ ছেলে করিব কোলে॥
হাসিয়া হাসিয়া নিকটে যাইয়া,
(যখন) লইল শিশুরে বুকে।
তখন তাহার আনন্দ অপার,
হৃদয় ভরিল সুখে॥
বলে—আজি মোর সফল জীবন
হইল বুঝিনু মনে।
তাই ত বুকেতে পাইনু ধরিতে ;
(এই) কাঙ্গালের প্রাণধনে॥
সোহাগে ধরিয়া স্নেহেতে গলিয়া,
বলে যাদু কোথা ছিলি ?
এই কাঙ্গালের ঘরে কাঙ্গালের তরে,
বুঝি কাঙ্গাল তরা'তে এলি !!
তোর চাঁদের মতন দেখিয়া বদন,
আমি মনে মনে অনুমানি।
তুই বুঝি সেই ব্রজের গোপাল,
যশোদার নীলমণি॥
(তুমি) হাসিয়া হাসিয়া দেখিছ চাহিয়া,
সুধামাখা মুখ ল'য়ে।
আনন্দে অধীর হইতেছি আমি,
তোমারে কোলেতে ল'য়ে।

এইরূপে ধনি বলিছে আপনি
কত কথা কত ভাবে।
শুনি এই বাণী যতেক রমণী,
(হয়) আনন্দে মগন সবে ॥

সুর—-ফেরতা

হেন কালে স্নান করি সমাপন,
দেবী চন্দ্রামণি আসিল তখন,
পরিধান করি নূতন বসন,
বসিল লইতে ছেলে।
তখন হাসিয়া—আনন্দে গলিয়া,
ধনি কামারিণী বলে,—
হ'য়ে নন্দরাণী ধর গো জননী,
এই নীলমণি ধর কোলে ॥
সে শোভা দেখিয়া সকলি ভুলিয়া,
"সতীশ" ভাসিল নয়ন-জলে
(ওগো) ভাসিল নয়ন-জলে ॥
আবার সে শোভা দেখিয়া,
আনন্দে গলিয়া,
গিরিশচন্দ্র বলে,
কবি গিরিশচন্দ্র বলে,
এসেছে ব্রাহ্মণের ছেলে
তরা'তে সকলে ॥

গীত*

দুঃখিনী ব্রাহ্মণীর কোলে, কে শুয়েছে আলো ক'রে !
কেরে ওরে দিগম্বর এসেছ কুটীর ঘরে ॥
ব্যথিতে কি দিতে দেখা, গোপনে এসেছ একা,
বদনে করুণামাখা, হাস কাঁদ কা'র তরে ॥
ভূতলে অতুল মণি, কে এলিরে যাদুমণি ?
তাপিতা হেরে অবনী, এসেছ কি সকাতরে ॥
মরি মরি রূপ হেরি ! নয়ন ফিরাতে নারি,
হৃদয়-সন্তাপ-হারী, সাধ—ধরি হৃদি' পরে ॥

ব্রাহ্ম-সমাজের কোন সুবিখ্যাত ধর্ম্মাচার্য্য যখন শ্রীশ্রীপরমহংস-দেবকে বলিয়াছিলেন, "তুমি এত জ্ঞানী হ'য়ে, আবার মৃণ্ময়ী প্রতিমা পূজা কর কেন ?" সেই কথা শুনিয়া তখন শ্রীঠাকুর "মার কাছে" যাইয়া বালকের ন্যায় কাঁদিয়া আকুল হইয়া বলিয়াছিলেন, "মা ! তুই কি আমার মৃণ্ময়ী" ?

(কীর্ত্তন)

দু' নয়নে ধারা, পাগলের পারা,
আত্মহারা কে ঐ কাঁদিয়া ভাসায় !
ধারার বিরাম নাই ! বিরাম নাই !
নয়ন-কমল হ'তে ধারার বিরাম নাই !
বলে—কোথা আছ জননী আমার !
কাতরে ডাকিছে সন্তান তোমার !

---

*এই গীতটী নাট্যসম্রাট মহাকবি স্বর্গীয় গিরিশবাবুর রচিত।

দেখা দে জননী সর্ব্বমূলাধার।
আর থেক না নীরবে ঐ পাষাণ-প্রতিমায়।
মৃণ্ময়ী রূপেতে রয়েছ মন্দিরে!
তুমি মা চিন্ময়ী বিশ্ব-চরাচরে!
আমি সর্ব্ব ভূতে—দেখি যে তোমারে,
"কেশব" কেন তাহা দেখিতে না পায়॥
আমি ত জননী কিছু নাহি চাই,
সম্পদ সম্মানে কোন সাধ নাই,
(তোমার) অপার মহিমা ভাবি মা সদাই,
আমায় রেখ' মা চরণে নিজ করুণায়।
"কেশব" বলে—মা তোর মৃণ্ময়ী-পূজায়,
তোর স্বরূপের তত্ত্ব বুঝা নাহি যায়,
এ দুঃখ জননী সহা নাহি যায়,
তুমি সর্ব্বময়ী বুঝাও তাহায়॥
তুই "কেশবের" চক্ষু দে মা ফুটাইয়া,
সে ধন্য হ'ক তোকে মা ব'লে ডাকিয়া,
বুঝাও তাহারে করুণা করিয়া,
নিরাকার-জ্ঞানে আনন্দ কোথায়।
জলে স্থলে তুমি অনলে অনিলে,
জড় ও চৈতন্য আছ সর্ব্বমূলে,
প্রাণময়ী রূপে তুমি সূক্ষ্ম স্থলে,
তোমা ছাড়া কিবা আছে মা কোথায়?
সৃষ্টি স্থিতি তুমি প্রলয় রূপিনী!
পঞ্চ মহাভূতের তুমিই জননী!

ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব তুমি প্রসবিনী !
ব্রহ্মের অনুভূতি হয় মা তোমারি কৃপায় !
"সতীশ" বলে ব্রহ্মময়ী ! যেন বঞ্চিত না হই—
ঠাকুরের কৃপায় ।

পতিতকে উদ্ধার করিবার জন্য ঠাকুর কি ভাবে কাতরতা প্রকাশ করিতেন

(কীর্ত্তন)

আমি তোদের তরে দেহ ধ'রে,
আবার এসেছি ধরায় ।
তোরা মায়াজালে, আমায় ভুলে
র'য়েছিস্ কোথায় ?
ওরে আয় ! আয় ! ত্বরা আয় !
নইলে সময় ব'য়ে যায় !
পাপী তাপী কোথায় আছিস্,
আয়রে আমার কাছে আয় !
আমার এ সংসারে পর কেহ নাই,
আয়রে হেথায় আয়রে সবাই !
আমি তোদের তরে দেহ ধ'রে
ব'সে আছি দেখ্ হেথায় !
তোরা আয় ! আয় ! আয় !
ওরে নইলে সময় ব'য়ে যায় !

আর মোহে ভুলে থাকিস্ নারে,
আয়! আয়! ত্বরা আয়!
আমি এসেছি হইয়ে দীন,
আমার এই দেহ অতি ক্ষীণ!

আমি দীন ভাবে এসেছিরে!
দীনের গতি ক'রব ব'লে,
আমি দীন ভাবে এসেছিরে!
নিরক্ষর ব্রাহ্মণের বেশে—

দীন ভাবে এসেছিরে!
আমার কিছুই এবার দেখা'বার নাই!
আমি দীন ভাবে এসেছিরে!
আমি বেশী দিন আর থাক্‌ব নারে,
আমার এই দেহবন্ধন থাক্‌বে নারে।

ঐ দেখ মা ডাক্‌ছে মোরে,
আমি থাক্‌তে হেথায় পার্‌ব নারে,
আমায় শীঘ্র যেতে হবে ফিরে,—
আমার এই দেহ-পিঞ্জর থাক্‌বে নারে।

ঐ দেখ মা ডাক্‌ছে মোরে,
আমি থাক্‌ব হেথায় কেমন ক'রে,
তোরা আয়! আয়! আয় ত্বরা ক'রে,
নইলে সময় ব'য়ে যায়॥

তোরা যারা আছিস এ সংসারে,
তোদের সবাই—যাদের ঘৃণা করে,

আয়রে তোরা ত্বরা ক'রে,
আমার কাছে চ'লে আয়!
তোদের সব নিয়ে আয় আমার কাছে,
তোদের পাপের বোঝা যত আছে।
সব নিয়ে আয় আমার কাছে।
তোদের ভাবনা কিছু না রাখিব,
আমি আমার ঘাড়ে সবই নেবো,
বিনিময়ে শান্তি দেবো,
আমার কাছে চলে আয়!
তোদের রাখ্‌ব না আর কোন দায়।
কাঙ্গাল সতীশ কেঁদে বলে,
জয় রামকৃষ্ণ বলে পড়্‌না ঝুলে,
আমি বল্‌তে পারি হৃদয় খুলে,
থাক্‌বে না আর কোন দায়!

ঠাকুর যখন ভাবাবেশে আত্মহারা হইয়া মা! মা! বলিয়া উন্মাদ হইয়াছেন, তখন সেই সংবাদ রাণী রাসমণির কর্ণগোচর হইল। তাহাতে তিনি বিন্দুমাত্র বিচলিত না হইয়া তাঁহার জামাতা "মথুরবাবুকে" সবিশেষ সংবাদ জানিবার জন্য যাইতে বলেন। যদিও সাধারণ লোকে তাঁহাকে উন্মাদগ্রস্ত হইয়াছেন ভাবিত, কিন্তু তাহা হইলেও ঠাকুরের সেই সময়কার ভাব বড়ই মর্ম্মস্পর্শী হইয়াছিল।

কীর্ত্তন ।—

রাণী রাসমণি, অতি তেজস্বিনী,
যখন শুনিল কানে ।
পুরোহিত তার পূজার সময়
বেদ বিধি নাহি মানে ॥

কেবল কাঁদিয়া, আকুল হইয়া,
মা, মা, বলিয়া ডাকে ।
পূজাতে বসিয়া, আপনা ভুলিয়া,
জ্ঞানহারা হ'য়ে থাকে ॥

কুসুম চন্দন, করিয়া যতন,
লইয়া দুইটী করে ।
মা'র মুখপানে চায়, সব ভুলে যায়,
আকুল নয়ন ঝরে ॥

তখন পূজার বিধি সব ভু'লে যায়,
তন্ত্র মন্ত্র সব ভুলে যায়,
কিছুই মনে থাকে না আর,
কেবল আকুল নয়ন ঝরে ॥
আবেশেতে কভু হ'য়ে আত্মহারা,
(মা'র) চরণ দু'খানি ধরি ।
বলে রাখ পায়, জননী আমায়,
নহে দেখ প্রাণে মরি ॥
আমি দেখ বুঝি প্রাণে মরি ॥

আবার কখন, ধরিয়া চরণ,
ব্যাকুল হইয়া বলে।
হইয়া সদয়, দাও মা অভয়,
(আর) রাখিও না মায়াজালে॥

কখন আবার, করিয়া হুঙ্কার
বলে করি অভিমান।
যদি নীরবে রহিবি, কথা না কহিবি,
এখনি ত্যজিব প্রাণ॥

কথা তোমায় কইতে হবে।
নইলে এ প্রাণ নাহি রবে।
কথা তোমায় কইতে হবে।
নইলে ছাড়ান নাহি পাবে!
কথা তোমায় কইতে হবে॥

যদি না এখনি, তুমি মা জননী,
দয়া নাহি কর মোরে।
এই—ধরিয়া চরণ, ত্যজিব জীবন,
নিশ্চয় বলিনু তোরে॥

প্রাণ ত্যজিব!
এই চরণ ধ'রেই প্রাণ ত্যজিব!
মা-হারা হ'য়ে কেমনে বাঁচিব!
এই চরণ ধ'রেই প্রাণ ত্যজিব॥

যদি তুমি কথা না কও পাষাণী।
আমি এই পাষাণ-পদেই প্রাণ ত্যজিব।
মা-হারা হ'য়ে কভু না রহিব।
তোর এই পাষাণ পদেই প্রাণ ত্যজিব॥
এই ছার প্রাণ আর না রাখিব।
তোর চরণ ধ'রেই প্রাণ ত্যজিব॥

ঠাকুর যখন এই রকম ভাবে বিভোর হইয়া একেবারে দ-ভাবাপন্ন হইলেন, তখন রাণী রাসমণির জামাতা "মথুরবাবু" াকে দেখিতে আসিলেন।

কীর্ত্তন।—

মথুর আসিয়া, নয়নে দেখিয়া,
ভাবিল আপন চিতে।
(বুঝি) ভক্তির আবেশে বায়ুরোগ এসে,
ঘেরিয়াছে পুরোহিতে॥
বৈদ্যরাজে আনি, দেখায় তখনি,
বৈদ্য আসিয়া বলে।
দেখিয়া ব্রাহ্মণে, বুঝিতেছি মনে,
এর—রোগ নাহি কোন কালে॥
এ সব দেখি যে ভক্তির লক্ষণ,
ভাবাবেশে হয় পুলক কম্পন,
আনন্দ-সাগরে হ'য়ে নিমগন,
জ্ঞানহারা হ'য়ে থাকে।

সাধারণ লোকে বুঝিতে পারে না,
তাই নানা মতে করিয়া কল্পনা,
বলে ব্যাধিগ্রস্ত হ'য়েছে এ জনা,
তাই কেঁদে কেঁদে মাকে ডাকে ॥
ঠাকুরের যখন এই ভাব হয়,
ব্রাহ্মণী ভৈরবী এক আসি সে সময়,
শাস্ত্র নিদর্শনে তিনি বুঝাইয়া কয়,
ইনি সামান্য মানব নন।
ঊনবিংশ ভাব ভক্তিশাস্ত্রে কয়,
সেই মহাভাব হেরি সমুদয়।
তবু যদি কারো থাকে গো সংশয়,
জেনো তা'র মোহ-ঘোর কাটেনি এখন ॥
বহু পুণ্যবলে আজি মম মনে হয়,
ভক্তিশাস্ত্র-মতে এই ভাবের উদয়,
তথাপি যদিও কারো হয় গো সংশয়,
দেখুক সে আসি শাস্ত্রের লক্ষণ ॥
জ্ঞানী গুণী যে বুঝিতে পারে,
মহাপুরুষ শাস্ত্রে বলে গো কাহারে,
কিরূপে কিভাবে আসিয়া সংসারে,
জীবের দুর্গতি হরে।
আমি ত বুঝেছি করিয়া সাধন,
(এবার) এসেছেন তিনি হইয়া ব্রাহ্মণ,
তাই ত কাঙ্গাল সতীশের মন,
মজিয়াছে একেবারে ॥

করুণাময় ঠাকুরের অযাচিত কৃপালাভে ভক্তের প্রাণের উচ্ছ্বাস

(কীর্ত্তন)

পতিতের তরে এসেছ হে তুমি,
আমি বুঝেছি পতিত-পাবন।
তুমি অযাচিত হ'য়ে,
আপনি আসিয়ে,
দিলে হে আমারে চরণ ॥

তবু চিনিতে নারিনু তোমারে।
ওহে পতিত-পাবন অধম-তারণ,
আমি এমনি পতিত অধম ॥

তুমি সবারে করুণা করিয়া,
নিলে আপনি কোলেতে তুলিয়া,
আপনার গুণে আপনি আসিয়া,
নিলে অধমে কোলেতে তুলিয়া ॥

যে কাতর হইয়া ডাকিল তোমারে,
তুমি তাহারে লইলে তুলিয়া।
কিন্তু যে তোমারে কভু ডাকিল না,
তব নাম-সুধা ভুলিয়া কখন,
মুখেতেও কভু আনিল না।
যে ভাবিল না কভু তোমার চরণ,
তারেও তারিলে তারণ ॥

তোমার মত দয়াল ঠাকুর, আর ত দেখিনি কখন !
আমি এততেও তোমার অপার মহিমা,
কিছুই বুঝিতে নারিনু !
তুমি স্নেহময় হ'য়ে পিতার মতন, রাখিলে আমার জীবন ॥
ওহে অনাথ-শরণ ! অধম-তারণ !
(আমি) নিদারুণ দুঃখে প'ড়েছি যখন,
হেরিয়াছি তোমার করুণ নয়ন,
মমতা-মাখান করুণায় ভরা, আমি হেরেছি করুণা-নয়ন।
তুমি আপনি আসিয়া, সাধিয়া যাচিয়া,
ঘুচায়েছ মন-বেদন ॥
তোমার সজল নয়ন দেখেছি যে আমি,—
দয়াময় ! দীন-শরণ !!
ওগো পতিত-পাবন ! অধম তারণ !
তোমার তুলনা খুঁজিয়া না পাই !
দয়াময় ! দীন-শরণ ॥
আমি ইন্দ্রিয়-বিকারে অধীর যখন,
তুমি জ্ঞান-চক্ষু মোরে দিয়াছ তখন,
কতই বুঝা'য়ে করিয়া যতন,
ক'রেছ সফল জীবন।
আমার ক'রেছ সফল জীবন ॥
আমার হৃদয়ের ভ্রম দিয়াছ ঘুচা'য়ে,
আমার কামনার আগুণ দিয়াছ নিভা'য়ে,
তুমি স্বপনে আসিয়া, সদয় হইয়া—
দিয়াছ করুণা ঢালিয়া।

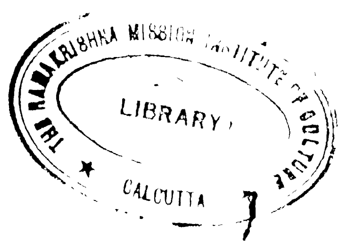
আমি বুঝেছি এখন, তোমার মতন,
আর কেহ নাই আপনার জন ।
আমায় নিজগুণে নাথ রেখ ও চরণে,—
সফল করিও জীবন !!
যেমন অযাচিত ভাবে—আসিয়া আপনি—
দিয়াছ আমারে দরশন ।
সেই দয়া গুণে, রাখিয়া চরণে, করিও সফল জনম ॥
ওহে দীনের শরণ ! অধম-তারণ !
এই দীনকে যেন আর ভুল না,
আমার তোমা-বই আর কেহ নাই নাথ ।
আমার সফল করিও জীবন ॥

ভক্তগণের সমবেত সংকীর্ত্তন ।

জয় রামকৃষ্ণ ! জয় রামকৃষ্ণ ! রাম কৃষ্ণ বল ভাই !
রাম কৃষ্ণ বিনে মোদের আর গতি কিছুই নাই ॥
রামকৃষ্ণ জয় ! বল রামকৃষ্ণ জয় !
আর রবে নারে ভব-ভয় !
বল রাম কৃষ্ণ জয় !
শ্রীরামকৃষ্ণ মুখে বল, ডঙ্কা মেরে পারে চল,
বল রাম কৃষ্ণ রামকৃষ্ণ—
রাম কৃষ্ণ বল ভাই !
রামকৃষ্ণ বিনে মোদের আর গতি কিছুই নাই ॥

বল রামকৃষ্ণ ! রামকৃষ্ণ !
জয় জয় রাম ! জয় জয় কৃষ্ণ !
যেই রাম সেই কৃষ্ণ, ভিন্ন কিছুই ভেবো না ভাই !
জেন—যেই রাম সেই কৃষ্ণ, ভিন্ন কিছুই রেখ না ভাই !
দীনের তরে দীন বেশে, দেখ ঠাকুর এসেছে রে !
অভিমান-শূন্য হ'য়ে, দেখ ঠাকুর এসেছে রে !
ঐশ্বর্য্য মাধুর্য্য এবার,
কিছুই সঙ্গে আনে নাই রে !
অতি দীন বেশে হীন হ'য়ে,
দেখ ঠাকুর এসেছেরে !
কলির জীবে উদ্ধারিবে,
দীন বেশে এসেছে রে !
নিরক্ষর ব্রাহ্মণের বেশে,
দীন বেশে এসেছে রে !
এবার চিন্তে যদি নাহি পার—
এ অনুতাপ আর যাবে না রে ॥
তাই বলি প্রাণভ'রে,
বল সবাই উচ্চৈঃস্বরে,
রাম কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ রাম !!
রাম কৃষ্ণ শিব রাম !
জয় রামকৃষ্ণ ! জয় রাম কৃষ্ণ।
ভজ রাম কৃষ্ণ রাম !
রামকৃষ্ণ ! হরে রাম।

জয় জয় রাম জয় জয় কৃষ্ণ !
যেই রাম সেই কৃষ্ণ !
একাধারে রাম কৃষ্ণ !
রামকৃষ্ণ ! রামকৃষ্ণ !
রামকৃষ্ণ বল জয় !
জয় রাম ! কৃষ্ণ জয় !
আর রবেনা রে ভবভয় ॥
বল শিব কালী ! রাধাশ্যাম !
রামকৃষ্ণ ! সীতারাম !
ভজ—শিব দুর্গা ! সীতারাম
রামকৃষ্ণ—রাধাশ্যাম !
রামকৃষ্ণ মুখে বল !
ডঙ্কা মেরে পারে চল !
ভজ—রামকৃষ্ণ ! শিবরাম !
নিতাই গৌর রাধে শ্যাম !
বল রাম ! কৃষ্ণরাম !
হরেকৃষ্ণ ! হরেরাম !
ভজ-নিতাই গৌর রাধে শ্যাম !
"রামকৃষ্ণ" শিবরাম !


THE RAMAKRISHNA MISSION INSTITUTE OF CULTURE
LIBRARY
CALCUTTA